ছন্দের সুর

তাহসিন আবির

তাহসিন আবির

bangla-kobita.com/tahsin97/

জন্ম তারিখ	১৪ জুলাই ১৯৯৭
জন্মস্থান	ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ
বর্তমান নিবাস	ঢাকা, বাংলাদেশ
পেশা	ছাত্র
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতক

কবি "তাহসিন আবির" ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৯৭ সালের ১৪ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই কবিতার মাধ্যমেই লেখা লেখির শুরু। কবিতা গান সহ সব ধরনের সাহিত্য কর্মকেই ভালবাসেন তিনি। কবির শৈশব কাটে ময়মনসিংহ জেলায়। সেখানেই তার কবিতার হাতে খড়ি। বর্তমানে তিনি "ইন্ডিপেন্ডেন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ" এ অধ্যায়নরত আছেন। পড়া লেখার পাশাপাশি কবিতা লেখা টা শখ ছোটবেলা থেকেই। গান, কবিতা, ছোট গল্প সহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উনি বিচরন করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম এবং পেইজে তিনি তার সৃষ্টি কর্ম গুলো প্রকাশ করে চলেছেন। যা সকলের কাছে সমাদৃত। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি অগাধ আগ্রহ ও ভালবাসা নিয়ে পথ চলা। প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম উনার আদর্শ যার অনুপ্রেরনায় সাহিত্যের জগৎে আসা। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য কে বিশ্বের দরবারে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন লালন করছেন এবং বাঙলা সাহিত্যের রস

সকলের মনে মাঝে প্রতিফলিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

-
-

এখানে তাহসিন আবির-এর ১টি কবিতার বই পাবেন।

There's 1 poetry book(s) of তাহসিন আবির **listed bellow.**

ছন্দের সুর

ছন্দের সুর

bangla-kobita.com/tahsin97/books/chonder-shur/

কবি	তাহসিন আবির
স্বত্ব	কপিরাইট
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৮
সর্বশেষ প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৮
সর্বশেষ সংস্করণ	প্রথম সংস্করন
বিক্রয় মূল্য	২০০

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

"ছন্দের সুর" বাঙলা কব্য গ্রন্থটি তাহসিন আবিরের প্রথম কাব্য সমাহার। এবং একক কবিতা সংকলন। বিভিন্ন ধরন এবং আঙ্গিকের কবিতা এ বইটি তে রয়েছে, যা পাঠকদের আনন্দিত করবে এবং অবসরের সঙ্গী হবে। কবিতা আমাদের জিবনের অংশ। আমাদের জিবনের হাসি, আনন্দ, প্রেম, ব্যাথা, এবং আমাদের প্রাত্যাহিক বাস্তব জিবনের নানা দিক ও বিভিন্ন অনুভূতি গুলো কাব্য গুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্য টি এমন একটি কাব্য, কবিতা যেখানে পায় কবিতার ভাষা, ছন্দ নিজেই দেয় ছন্দের সুর।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে কবিতার গুরূত্ব অপরীসিম। সেই আদি কাল হতেই যখন সাত্যির জন্ম তখন থেকেই মানুষ কাব্য করে আসছে নানা ভঙ্গিতে, নানা আঙ্গিকে। কবিতার মাধ্যমেই আমরা উপস্থাপন করতে পারি আমাদের মনের চিন্তা, ভাবনা, জিবনের হাসি, আনন্দ, বেদন গুলো ছন্দ রসের মাধ্যমে। এবং উপভোগ করতে পারি সাহিত্যের রস একটি সুন্দর কবিতা আমাদের মনের খোরাক পূরন করে, আমাদের জিবনের অংশ হয়ে দাড়ায়। এ ছাড়াও কবিতা যেমন আমাদের নির্মল আনন্দ দেয়, সেই সাথে আমাদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে।
আমাদের প্রত্যাহিক জিবন যাপনের সব কিছুই উঠে আসে কবিতায়। তাই কব্য কে আমাদের জিবন হতে আলাদা করা যায় না।
সকল কবিতা প্রেমী পাঠকদের নির্মল আনন্দ দেবার জন্য আমার উৎসর্গকৃত প্রথম কাব্য গ্রন্থ "ছন্দের সুর" প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আশা করি এ কাব্য গ্রন্থটি আপনাদের সবার ভাল লাগবে। আপনাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা একান্ত কাম্য।

উৎসর্গ

সকল কবিতা প্রেমী পাঠকদের

কবিতা

এখানে ছন্দের সুর বইয়ের ৩০টি কবিতা পাবেন।

There's 30 poem(s) of ছন্দের সুর **listed bellow.**

শিরোনাম
অবুঝ বধু
অভিমান
অশ্রুর গীতি
একলা ভিষন
গরীব হবার সুখ
চঞ্চল আমি
চঞ্চল যৌবন
জলধারা
তুমি আমি কোথায়
দুরত্ব
দুর্দীনের গান

ধৈর্য শক্তি
নতুন পাতা
নিজেই নিজের
পরিচয় নেই
পাশে থাকবো
পৃথ্বীর জানালা
মনের কথা
মরীচিকা
রাত চাই না
শারদীয় মা
শেষ মালা
শেষের ফুল
সবটা জুড়ে
সাথী হারা
স্বপ্ন
স্বপ্ন এবং পরিবর্তন
হারানোর ব্যাথা
হৃদয়ে বিদ্রোহী
হৃদয়ে বৃষ্টি ঝরে

অবুঝ বধু

bangla-kobita.com/tahsin97/obujh-bodhu/

- তাহসিন আবির
তুমি তো বোঝো না,
আমার কথার মানে।
তা আমি আর ঐ বিধাতা যানে।
তুমি তো জানো না প্রিয়,
কটু কথার প্রানে কত মধু!
বুঝিয়া নিতে হবে তা শুধু।

দোষ তো রাখি না তোমা
হে নব বধু,
নতুন আসিছো এ সংসার
সংসার তো করনি আগে কভু।

তাই তো বোঝো না এত কিছু,
সদা তাই হতাশা
নেয় তোমার পিছু।

কচি মোন তোমার,
রক্তে অতি রাগ,
তাই তো চাও না কারো সাথে
আমায় করতে ভাগ।

তুমি বড় অবুঝ
কিছুই চাওনা বুঝতে।
পারো না একটু নিজেকে মানিয়ে নিতে।
তাই তো তোমার ওপর এত অভিমান।

ভাবো শুধু আমি রাগি,
রাগেতে হই বেবাগী।
যানো না তো তুমি
রাগ যে মনে প্রেমের অন্য রূপ!
বলো না তো কভু, কি চলে মনে,
হয়ে রও শুধু চুপ।

তুমি তো যানো না
রাগী পাষানের মনে বহে রসের ধারা।
যানে শুধু তারা প্রকাশে নিভৃতে
বুঝেছে আমায় যারা।

তুমিও বুঝিবে হয়তো সেদিন,
যেদিন সময় যাবে ক্ষয়ে।
থাকবো না আমি
শুধু মনেতে তোমার,
স্মৃতিটুকু যাবে রয়ে।

তুমি যে নারী, তুমি কল্যানী,
পারবে যেতে সয়ে।
হবে তুমি জ্ঞানী, হবে শ্রীময়ী
যত সময় যাবে বয়ে।

আজ তো তুমি যানো না কিছুই
দুনিয়ার রীতি নীতি।
তাই দিবা নিশি বয়ে চলে মনে
এতই শঙ্কা ভীতি।
শুধু খুশি কোরো তারে,
যে তোমারে সিদুঁরে রাঙাবে সীথি।

যানি তোমার কোমল মনে
আমার বানী, আনবে আঘাত।
সইবে তুমি না করে প্রতিবাদ।

তাই তো বলতে চেয়েও,
অনেক কিছুই,
বলি না তোমায় কভু।
মায়া হয় বড়, অমন করতে,
তুমি যে অবুঝ বধু।

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

অভিমান

bangla-kobita.com/tahsin97/oviman/

- তাহসিন আবির

কষ্টে অতি ভার হয়ে আসে বুকটা,
রসহীন মোনে মলিন চাদরে মুখটা,
মনে আসে দুখ সুখ দু চার টা,
অভিমানের তীক্ততায় মরে বাচে প্রান টা।

ঝরে পরে অভিমান দু চোখে টপ টপ,
অঝোরে ভেজে লাল গাল টা।
কখনো বলে, আবার বলে না, মোনের কথা,
অনুরোধ বলার, কমবে হৃদয় ব্যাথা।

অভিমানের ঝর তাহার মনের মাঝে দোলে,
সে ঝড়ো বাতাস মোর মনের নদীতে
হালকা ঢেউ তোলে।
রাজ্য জয় সহজ,
কঠিন মনকে জয় করা,
মনের ভাব কে অপরে তুলে ধরা।
তার চেয়ে কঠিন নিজেকে প্রমান করা।

ভাগ্য খারাপ মোর, আর তো কারো না,
সস্তি কারে, জিবন করে কঠিন,
আমায় নিয়ে যত ভুলে ভরা ধারনা।

ঘৃনার ঘরের পাপি সেজে
জিন্দেগিটা হচ্ছে পার।
আমার থেকেও কষ্টে আছে
আমার উপর দায় যার।
দিবা নিশী জানি না কার কারনে,
মন খারাপ হয়ে যায় বিনা কারনে।

অভিমানের কারাগারে বন্দি জীবন মোর।
চুরি না করেও আজ হয়েছি যে চোর।।
ঝরালাম যার আঁখির জল,
তার চরনে ক্ষমায় অতল,
আমি শোপিলাম তারে আনন্দ রূপে,
মোর ব্যাথার শতদল,
তাহার ব্যাথার প্রতিদানে।।

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

অশ্রুর গীতি

bangla-kobita.com/tahsin97/osrur-giti/

- তাহসিন আবির

আমার আখির জলে লেখা এ গান,
তোমায় হারাবে জানে এ প্রান,
তবু তোমায় খুজে ফিরে,
দগ্ধ হৃদয়, শূন্য প্রাণ
বেদনার হাহাকার,
তাই তো মিছে খুজে করে
দুঃখের সঞ্চার।

মন তো মোছে না অতীত স্মৃতি।
নয়ন ভোলেনা নয়নের রীতি,
ঝরে যায় সে অবিরল।
তুমি দেখিলে না মোর নয়ন পাতে চেয়ে,
আমার ব্যাথার আখি জল।

কত যে চেয়ছি তোমায় ,
আমি জানি, বিধাতা জানে।
আজো মোর মেটেনি স্বাধ।
এত চাওয়ার পাইনি মানে।

আজ বড় ক্লান্ত অতৃপ্ত মনে,
হতাশে পরে রইলাম জীবনের কোনে।
তোমার সাধনায় সবি হারালাম,
সে কথাই মনে জাগে ক্ষনে ক্ষনে।

না পাওয়ার স্বাধ,
চোখ পারে না দিতে অশ্রুর বাঁধ
যেদিন ছিড়িবে,গড়া এ বাঁধন

কত যে চেয়েছি আমি,
আসে না মুখে,
জানে শুধু নয়নে নয়নে।
দগ্ধ বেদনার তপ্ত ঢেউ বুকে।
চোখের তৃষ্ণা মেটে না তোমায় দেখে।
ভীরের মাঝেও অনুভবে একেলা
জীবন হয়েছে আজ বিষের পেয়ালা

কত কান্না চেপে আছি দু চোখের তলে,
আমি জানি, মোন জানে।
কষ্টের দান ফুলে ফুলে দিয়ে গেলাম,
কান্না গুলো কাব্যের চরনে একে দিলাম। আজ স্থবির হয়ে গেছে বাক শক্তি,
শক্তি তে আজ এসেছে কমতি,
তাই বিধির কাছে বিচার রেখে গেলাম।

নির্মল সচ্ছল আজ
তোমার মুখ খানি,
চির বেদনার খরায়
দোলে চোখের পানি।
তোমার অশ্রুপটে
এ বেদনার স্মৃতী গীত রেখে গেলাম,
আখিঁর জলে লেখা গানে।।

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

একলা ভিষন

bangla-kobita.com/tahsin97/ekla-vishon

- তাহসিন আবির

এক মেঘলা বিকেলে
আমি বসে আছি একা,
নেই পাশে ওগো তুমি,
আর একা একা কত এ জিবন
কাটাবো যে দিন গুলি!

মধুর স্নিগ্ধ বাতাসে ঘেরা
এ মেঘলা বিকেল; সুন্দর মনরম,.
সবে দলে আছে আমি যে একা ভিষন,
একাই হয়তো রব সারা টা জনম।
হালকা বৃষ্টি ঝরছে সাথে সবুজ হয়েছে প্রকৃতি
মনে করাচ্ছে যত ছিল মোর
ভুলে যাওয়া সব স্মৃতি।

নিয়তি আমারে করিলো একাকী
মিছে এ জিবন আমার,
পাই নি কখনো এক ফোটা সুখ
যানি না অভিশাপ কাহার।
নেই কেও মোর এ জিবনের তরে
শূন্য হৃদয় মোর,
তাই যেন এ সংসারে তে আজ
পাই না মনে জোর।

সবে আছে বসে বন্ধু লয়ে,
কেও বা প্রেমিকা সাথে,
আমি বুকে চেপে এক রাশ দুঃখ
বসে রই একা হতাশে।
চারিদিকে আমি যেখানে তে চাই
যেখানেই আসি, যেখানেতে যাই,

দেখি কত প্রেম, কত আনন্দ,
কত যে সুখের মেলা,
কেন দিবা নিশি হৃদয়ে আমার
চলে বেদনার খেলা।

আজ মোর এ বর্ষন মুখর দিনে
একা থাকার ছিল না কথা
আজ যদি তুমি থাকলে আমার,
এত টা হয়তো হতো না ব্যাথা।
বৃষ্টি পোহাতাম একসাথে বসে,
গাইতাম কত গান, বলতাম প্রেমের কথা।

হতে পারতো আনন্দের সারা টা বিকেল
মনে দিত শান্তির দোলা।
হতে পারতো এ এমন স্মৃতি,.
যা কভু যেতো না ভোলা,
কিন্তু তা হল না।
ভাগ্য কেরে নিল তোমায়
আমায় হতে খুব দূরে
আমার জিবন কাটে তাই আজ
বেদনার সুরে সুরে।
ভাগ্য কেন যে করলো এমন
কিভাবে কাটাবো জিবন,
এমন জিবন চাই না আমার,
তাই প্রার্থনা আজ মরন।

এত হাসি খুশি আনন্দের রং
আমার আকাশে কালো,
আকাশে আসা খুশির মেঘ
আমার লাগে না ভালো।
আমি রই বসে একা।

সবাই আমায় ছেরে চলে গেছে
হাসি আনন্দ হারিয়ে গেছে,
ক্ষয়িতে ক্ষয়িতে আজ শেষ আমি,
সব প্রয়োজন শেষ হয়েছে।
ক্ষনে ক্ষনে আমি নিজেরে হারাই
কান্না চাপিয়ে দুঃখ লুকাই
এ দিন গুলো এমনি ফুরায় নিশ্চুপ নিরালায়।
মন বারে বারে দুঃখের চাঁদর
আদরে গায়ে জরায়।
আজ কেও মোর নেয় না তো খোজ
নেই মোর কিছু তাই; নেই ডাক খোঁজ
এভাবেই মোর কাটে বেলা রোজ

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
দুপুর ১২.৪৭ মি
বসুন্ধরা, ঢাকা

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

গরীব হবার সুখ

bangla-kobita.com/tahsin97/gorib-hobar-shukh

- তাহসিন আবির

আমি গরীব,
তবুও আমি সুখি,
গরীব হবারও সুখ আছে, বড় সুখ।
আমি পারি, প্রখর উত্তাপে বিনা বস্ত্রে
সারাদিন কাটাতে।

আমি পারি যখন খুশি চায়ের দোকানে
আড্ডা দিতে।
পারি বর্ষার ক্ষনে মাঠ প্রান্তরে
উলঙ্গ হয়ে ভিজতে।
আমি পারি রাখাল সেজে
গাভীদের সাথে থাকতে,
পারি গোয়াল ঘরে ঘুমোতে।
এতে আমার ঘৃনা লাগে না
কারন আমি গরীব।
আর এ আমার গরীব হবার সুখ।

হে বন্ধু আমি গরীব,
এ জিবন মোর বেদনায় ভরা।
তবু এর মাঝেও আছে সুখ।
জন্মের পর থেকে শিখেছি করতে ত্যাগ
তাই যত কিছুই হারাই
লাগে না কোনো ছ্যাক্।
না পাইতে পাইতে হয়েছে অভ্যাস,
তাই না পেয়ে তোমার মত, করি না হা-হুতাশ
এ কি সুখ নয় !
এ সবচেয়ে বড় সুখ।

আমি পারি এক মুঠো সাদা ভাতের সাথে
পেঁয়াজ , কাঁচা মরিচ দিয়ে খেতে
এতে আমার জাত যায় না।
কারন আমি গরীব,
আমি মূর্খ অশিক্ষিত।
আমার কথার কোনো দাম নেই
তাই আমি পারি যা খুশি তা বলতে,
আমার কথায় কেও পাত্তা দেয় না
কারো কিছু যায় আসে না।
তাই বাক স্বাধীনতা মোর সবচেয়ে বেশী
যা আপনাদের শিক্ষিতের নেই।

কেও অবাক হয় না, প্রশ্ন করে না
তাকিয়ে থাকে না ।
কারন আমি গরীব, তাই পারি।
আপনারা কি পারবেন ?
পারবেন না।
আপনাদের সেই সুখ নেই,
আমার আছে, কারন আমি গরীব।

আমরা ছোট বলেই
আজ তোমরা হয়েছো এত বড়,
মোদের শীরে পদ রেখেই তোমরা চন্দ্র ধরো,
আমার চাওয়া ছোট,
আমার আশা ছোট।
আমি বড় বড় স্বপ্ন দেখি না,.
তাই যা পাই, লাগে বড় বেশি,
ভরাতে পারি মন, ফুলে ওঠে বুক
তাই আসিলে নিরাশা, বড়লোকদের মত ছটফট করে নির্ঘুম রাত জাগি না
এ কি সুখ নয়! এ অনেক বড় সুখ।

আমি গরীব , আমি অচেনা পথের পথিক
আমি কবি , আমি রাখাল আমি সাহিত্যিক
আমি নিজেই নিজের দিশা গড়ি,
ভাগ্য কে করি ধীক।

আমি করি না কো কিছু পরোয়া,
আমি স্বাধীন, আমি দুর্বার, আমি উত্তাল
আমি নির্ভীক।
আমি সইতে পারি পরাজয়
কোথাও পাই না কোনো ভয়
আমি পারি মার খেয়ে মার হজম করতে
পারবেন কি আপনারা তা করতে
এ কি সুখ নয়! এ আমার বড় সুখ,
গরীব হবার সুখ।

আমি গরীব আমি মূর্খ
কিন্তু আমার দুটো হাত আছে,
দুটো পা আছে, আমি কঠোর মেহেনত করি,
আমি মাটি থেকে সোনা ফলাই,
এ সোনা, তোমাদের অর্ধাঙ্গীনির অর্নেমেন্টের
চাইতেও দামি, এ সোনা আমার গর্ব,
অশিক্ষিত হয়েও তোমাদের শিক্ষিতদের মত
আমিও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখি।
এ আমার গর্ব। এ আমার অহঙ্কার।
এ কি সুখ নয় !, এ আমার বড় সুখ।
গরীব হবারও সুখ আছে, অনেক বড় সুখ।

১১ আগস্ট, ২০১৮
দুপুর ১ টা ৩৯ মি
যাত্রা পথে লেখা

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা, মানবতাবাদী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

চঞ্চল আমি

bangla-kobita.com/tahsin97/chonchol-ami

- তাহসিন আবির

চঞ্চল আমি; চঞ্চল আমার এ মন প্রান।
চঞ্চল দু আঁখি করে
সদা তব অনুসন্ধান।
লাগে এ হৃদয় আমার
তুমি বিহনে নিষ্প্রান।

তুমি কত দূরে, তবু হয় না মনে,
তুমি মোর মনের আকাশ সুদূরে
জ্বলিছো রবি হয়ে,
তোমার'ই আলোয় আলোকিত আমি
করি সেই আলোর সন্ধান।
চঞ্চল আমি; চঞ্চল আমার এ মন প্রান।

চঞ্চল এ তনু, তৃষ্ণার্ত এ প্রান
চায় তোমারেই কাছে,
ভুলে গিয়ে ভীতি আখ্যান।
তুমি মোর তৃষ্ণার জল,
হৃদয়ের আঁখি করে টলমল।
আমার হৃদয় তৃষ্ণার সুরে
করি তোমারি গুনোগান।

প্রেম গ্রীষ্ম, খরার মাঝে
তৃষিত হৃদয় তোমারেই যাচে
পেতে চায় মন ছোয়া তব
করিতে চায় রস পান,
চঞ্চল আমি; চঞ্চল আমার এ মন প্রান।

৮ আগস্ট, ২০১৫
সন্ধ্যা ৭ টা ১৫ মি.

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

চঞ্চল যৌবন

bangla-kobita.com/tahsin97/chonchol-joubon

- তাহসিন আবির
নব যৌবন আধারে
মিশেছে এ চঞ্চল প্রান।
আধারে আলো থেকে দূরে
নিয়ে গেছে মোরে চঞ্চলে;
পিছু হতে দেয় না ম্লান।
নব যৌবন আধারে মিশেছে
এ চঞ্চল প্রান।

প্রবাধ এসেছে মনে মনে,
তরঙ্গ রাখে না রহিতে।
প্রান যেন আজ তটিনী,
হৃদয় তো আজ পাশানী।
মধু কেরে নিয়ে গেছে সুখবাস।
নব যৌবন আধারে মিশেছে এ চঞ্চল প্রান।

চাই আজ দূরে চলে যেতে,
সহে না নির্মমতা।
ক্ষত্রীয়তা রে আজ দমিয়ে হয়েছি গ্লানে,
তবে মরনই হইবে কপালেতে।

কোনো নাহি অপরাধে
নারীরো পথ পানে চেয়ে
কলঙ্কে ভরে গেছে ক্লেশদান।
নব যৌবন আধারে মিশেছে এ চঞ্চল প্রান।

বিষয়শ্রেণী: বিদ্রোহী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

জলধারা

bangla-kobita.com/tahsin97/jolodhara

- তাহসিন আবির

জলধারা বৃষ্টির রূপ হয়ে ঝরে
মেঘলা আকাশ হতে মাটির তরে।
মেঘলার দিনে মোর মন
ব্যাকুল হয়ে পরে,
তার সুন্দর দেখে আমি চেয়ে রই
তার পানে, আনন্দে মন ভরে ওঠে।
ওহে বরষা; তুমি আসো না কেন
মোর হৃদয়ে বারে বারে

বৃষ্টিরো শব্দ, মনে আনে ছন্দ,
বেনুর রাগিনী শুনে ফোটে চামেলী।
সুগন্ধ ছড়ায়ে যায়;
তৃপ্তি হীন হৃদয়ে বর্ষার ডাক,
আনে কোমল ভাব।
বিদ্যুৎেরো বিজলী খেলায়
হৃদয় মনের বাতি জালায়,
আনমনা মন থাকে না ঘরে
চায় যেতে চায় সূদর দূরে।
বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
রিমঝিম রিমঝিম তানে তানে

বর্ষার ওই ঝিরি ঝিরি হাওয়া,
মনে করায় শত চাওয়া পাওয়া।
সে প্রেমের লগন,
মনে করায় কথা গুলো, যা ছিল ভুলে যাওয়া।
পাতার ওপর পরে টুপ টাপ
মেঘলা আকাশ করে বিষন্ন,
ঘড়ের ভেতর সবাই চুপ চাপ

ফুল গুলো সব রঙিন হয়ে ফোঁটে
দেখি জলধারা বহিছে উপরে,
তাই মন আজ মনের
বাশি বাজিয়ে ওঠে;
ফুলেরো গন্ধ পাই, মোর মন আর
থাকে না ঘড়ে।
মন হারানো মন হারা এক দিবসে
জলধারা বহিছে ভ্রমরে।

১০ আগস্ট, ২০১১
বিকাল ৫.৫৪ মি
ময়মনসিংহ

বিষয়শ্রেণী: প্রকৃতির কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

তুমি আমি কোথায়

bangla-kobita.com/tahsin97/tumi-ami-kothay

- তাহসিন আবির

কেমন হয়,
যদি অতীত প্রেমিক প্রেমিকাতে
আবার দেখা হয়ে যায়।
কোনো এক অচেনা রাস্তায়,
অচেনা নগরীর ছায়ায়।
অচেনা পথে, বা কোনো অচেনা পাড়ায়!

যদি চোখে চোখ পরে যায়
সেই আগের মত
শুধু চেয়ে রয় একে অপরের দিকে
লক্ষ লক্ষ কথার ভ্রমর ভীর করে,
জমাট বাধে ঠোঁটের আঙিনাতে।
বুকের ভেতর বইতে থাকে
নিরব অভিমানের ব্যাথা।
আখিঁর কোনে হয়ত জাগবে
দু ফোটা অশ্রু কনা।
মনে তে যদিও বহে বাণীর ঝরনা।
কি বলবো তবু ভেবে পায় না।

জরিয়ে ধরতে বুকের মাঝে
মনে যদি সাধ জাগে।
যে ভাবে জরিয়ে নিতেম
দুটি বছর আগে।
বুকে বুক জরিয়ে ভাগ করে নিতেম
একে অপরের জালা।
একে অপরের সুখ,
অপার স্নেহের মালা
জরানো না যায়,
না যায় ছোয়া
এ কেমন জীবনের খেলা।

হারিয়েছি কি যে; সে তো আমি যানি
হৃদয় টা আজ শুকিয়ে হয়েছে
বেদনার বালু চর,
ভাগ্যের খেলায় না যানি আজ
কত টা হলাম পর।

হারিয়েছি তোমায় ভাগ্যের দোষে
এ শুধু আমিই যানি।
তুমি শুধু দেখো কত দোষ মোর,
করেছো কত ছোট, ভেবেছো অপরাধী।
ভুলের পাহার উকি দেয় মোর
অভাগ্যের কালো আকাশে
দিনে দিনে শুধু বারছে যে ব্যাথা
কাটছে যে দিন হতাশে;

যদি দেখা হয়ে যায়
" সেই আকাশটির নিচে,
যেথা চোখে চোখ রেখে- ভালবাসার সপ্ন দেখেছিলাম"
কৃষ্ণচুরা গাছ টি ছিল পিছে,
যদি দেখা হয়ে যায় সেই নদীটির তীরে
যেথায় হাতে হাত রেখে করেছিলাম শপথ,
কখনো ছেরে না যাবার,
ভুলে না যাবার প্রতিজ্ঞা,
যেথায় গেয়েছিলাম প্রেমের গান শত শত
তোমায় নিয়ে; কত সুর করে ছিল খেলা।
যদি দেখা হয়
সেই স্মৃতিময় স্থান গুলো তে
যেথায় তোমার আমার চলতো মিলন মেলা।

মনে করতে পারতে তো আমায়?
এই গুরু-গম্ভীর চেহেরার আরালে থাকা
সেই অতীত প্রেমিক ছেলে টা কে
মনে করতে পারতে এই সহজ সরল ছেলেটার দুষ্টুমি?
আর পাগল পাগল ছেলে মানুষি আচরন কে!

যেই গাছ টির প্রেম ছায়ায়
গধুলী আকাশ ভরে যেত তারায় তারায়
আমরা তাহার নিচে,
একরাশ স্বপ্নে যেতাম মিশে
ব্রক্ষপূত্র নদটির পাশে
মিশে যেতাম শরীরে শরীরে, মনে মনে।
একাকার হয়ে যেতাম সেই স্নীগ্ধ চাঁদের ছোয়ায়।

কি জবাব দিতেম তাদের কাছে।
যদি ফের দেখা হয়ে যেত
তোমায় আমায় ।
সেই স্বপ্নের বাগান হয়েছে আজ উষর ভুমি
সবই তো আছে আগের মতই
শুধু নেই আমি তুমি। ।

এভাবে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে
ভাবা হয়ে গেল দু জনমের ভাবনা।
তবু নিরবতা ভেঙে খোলা হল না
বন্ধ মুখের জানালা।
এই দেখা হয়ে যাওয়া
শুধুই বোঝালো কাকে বলে বদলে যাওয়া।

জীবনের মহা সাগর স্রোতে
তুমি আমি আজ গেছি হারিয়ে।
জীবন আকরে নিয়েছে সুখ,
দুঃখের সীমানা গেছে ছাড়িয়ে।
নিত্য ঢাকছি মোরা করে কত ছল
অঝরে ঝড়ে যাওয়া গোপন চোখের জল।

মনের গহিনে ইচ্ছে গুলো
দিনে দিনে শুধু লুকায়
বেদনার এই কালের স্রোতে,
আজ তুমি আমি কোথায়।

আজও বর্ষা আসে, বৃ্ষ্টি নামে
আজও আকাশ মেঘলা হয়,
আজও তেমনি ফুল ফোটে বাগানে বাগানে
এখনও বিকেল গুলো দোলে সোনালী হাওয়ায়,
আজও রাত হয়, আকাশে চাঁদ দোলে
সাথে তারকা রা থাকে পাহারায়।
পার্কের বেন্চ গুলো এখনও খালি থাকে,
সেই বট বৃক্ষের ছায়ায়।
এসে দেখো সব কিছুই আছে আগের মত,
কিন্তু তুমি আমি কোথায়?

আমি আছি অনেক দূরে
তবু ভাবি তোমার কথা
চলতে চলতে ফিরতে ফিরতে
তোমায় ভেবে জাগে ব্যাথা।
কত প্রেম এলো গেলো
কত খেলা হল খেলা,
তবু তোমার অনুভব পাই না কোথাও
তোমার তৃষ্ণা মিটিবে কোথা

পারি দিয়েছি,
অনেক গুলো দিন
রাত ও অনেক গুলো
চলে গেছে কত সময় কত বসন্ত।
অনন্ত সময় চলে যাচ্ছে,
হচ্ছে বদল মনেরও

বসে যখন সাগর তীরে
ভাসাই কাগজের নৌকা।
ঢেউ এসে নিয়ে যায়
ফিরে তো আসে না।
যতই দেখতে চাই
চোখের সামনে তো ভাসে না।

কিছু স্মৃতি ভোলার নয়
কিছু আঘাত যা শুকাবার নয়
কিছু ব্যাথা কমার নয়
এমন ঘটনা কিছু মানুষের।
সবার জিবনে ঘটার নয়।

আমার চোখ দুটো লাল,
রাত জাগবার জন্য নয়।
তোমার হৃদয়েও আছে প্রেম,
তবে আমাকে দেবার জন্য নয়।
কিছু আফসোস সারা জিবনের,
পূর্ন করা সম্ভব নয়।

১ মার্চ, ২০১৮
রাত ২ টা ১৮ মি

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

দূরত্ব

bangla-kobita.com/tahsin97/durotto/

- তাহসিন আবির

দূরত্ব বেরে যায় নি প্রিয়,
নিজেই দিয়েছি বারিয়ে।
চেয়েছিলেম তব বন্ধন হতে
নিজেরে নিতে ছারিয়ে।

যানি প্রিয় তোমায় হারাবো একদিন।
এ ভাবনায় জলিতেছি মোনে শত শত দিন।
অগ্নির সম দহিছে মনে,
কাঁটার মত বিধছে হৃদয়ে।
হারিয়ে যাবে তুমি, অচেনা পথে,
কোন শহরে অচিন।

যানি প্রিয় যানি
তোমায় হারানোর বেদনা
কত যে কঠিন।
যানি ভুলব না কোনদিন।
চাইনি তুমিও জলো
মোর সম অগ্নিদহে,
জানি এ নিঠুর ব্যাথা
মন নাহি সহে।

বুঝিনি প্রিয়, কবে বাঁধা পরেছি
তব চির প্রেম বাধনে।
বুঝিনি প্রিয় ,কত জনম পর
দুটি ফুল মিলিলো কোন কাননে।
রাখিনি খোজ, রাতের আকাশে কবে
মিল্লো দুটি তারা,

বুঝিনি প্রিয়, তোমায় ভুলিতে পারি না
কোন কারনে।
এ বিরহ যে সহে না প্রানে।

তাই প্রিয়তম, দূরে গিয়ে তবো কাছে
ফিরি বারে বারে,
তোমার মাঝে খুজে পেয়েছি আপনারে,
যত দূরে যাবো প্রিয়
ততো পরবে মনে।
যেথা যাই মনে রবে চির ক্ষনে।
তুমি রবে মোর গানের সুরে সুরে,
মোর কবিতার ছন্দে, যতই রহ দূরে।
বেহালায় বাজবে করুন সুরে,
রঙের তুলিতে ঘুরে ঘুরে

তাই পারিনি আজো দূরুত্ব বারাতে,
জানি পারব না তোমারে হারাতে।
এত ভাবনা ধরে না মাথায়।
ছেরে দিয়েছি সব ইশ্বর হাতে।
তিনি করিবেন যাহা, জানি মঙ্গল তাতে।।

২৭ জুন, ২০১৬
রাত ১২.৩৫মি

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

দূর্দীনের গান

bangla-kobita.com/tahsin97/durdiner-gaan/

- তাহসিন আবির

দুঃখের কাছে নিয়ে ছিলাম একটু সুখের ঋণ।
মেয়াদ শেষে ফিরে পেলাম আবার ব্যাথার দিন।
বিষন্নতায় ক্লান্ত তবু হার মানি নি কান্নার কাছে,
কেন এ হাল, কভু চাইনি জবাব জিবনের কাছে।

ধূপের মতো জলছে হৃদয়,
ধোয়া তার যায় না দেখা,
যতই হোক শত যাতনা,
সইতে হবে একা একা।

কান্নায় একদিন ভেসে যাবো,
ব্যাথায় হৃদয় যাবে পুরে,
তোমার জিবন মিশবে যবে
সানাইয়েরই সুরে সুরে।

রাতের আকাশে তারা রা দেখো
মিটমিট করে জলে।
অঝর ধারায় ঝরে পরে জল,
মেঘ ঘনীভূত হলে।
ফুল কভু শুকায় না গো মৌ বনে না এলে।
কারো কিছু যায় আসেনা, একটি মোন ভাঙে গেলে।

সুখ কি তো বুঝিনি জিবনে,
তোমাদের সুখ দিয়েই মেটাই মনের অভাব,
যদি প্রশ্ন করে মোন
"কি পেয়েছি জিবনে"?
মনের কাছে বলার মতো, নেই কোন জবাব।

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

ধৈর্য শক্তি

bangla-kobita.com/tahsin97/dhoirzo-shokti

- তাহসিন আবির

অনেক কিছুই দিয়েছো খোদা
ধৈর্য শক্তি দাও,
মনের মাঝে যে অনল জ্বলছে
তা নিভিয়ে দাও।
যেভাবে জিবন বেঁচে রয়েছে
মরন তার চেয়ে ভাল,
অনল দহন নিভায়ে হৃদয়ে
শান্তির আলো জ্বালো।
তাহা যদি করিতে না চাও হে খোদা
অনুরোধ রইলো তোমার প্রতি,
নিঠুর এ ধরনী হতে আমায় তুলে নাও।

যে কথা ভুলিতে চাই বারে বারে
সে কথা হৃদয়ে দোলে
যে কথা বলি তে চায় না এ মোন
ঠোঁট তাই তুলে ধরে,
যাহা ভুলিতে চাই নিশি দিন
বুকে তার'ই কলোরব
সেই কলোরব ভুবনে আমার নষ্ট করছে সব।

যাহা দেখিতে চায় না হৃদয়
তাহাই দেখিতে হয়,
যাহা কভু পেতে চায় না হিয়া
তাহাই সহিতে হয়।
কিভাবে সহিবো এ বেদনা?
উত্তর কয়ে দাও; অনুরোধ খোদা,
সবার আগে মোরে ধৈর্য শক্তি দাও।

সমুখে কঠিন সংগ্রাম।
জিবন যুদ্ধ করতে চাই জয়,
আমি একাকী, মোন দুর্বল,
মোনে তাই ভয় হয়।
মনে বড় দুশ্চিন্তা, কিভাবে সইবো সব
যাহা দেখি মোর সবি এলোমেলো
পথ দেখাও মোরে রব।
করুন এ বান্দা হাত পাতিয়াছে খোদা
একবার ফিরে চাও,
অনুরোধ আমার, সব কিছু সহিতে
ধৈর্য শক্তি দাও।

২৫ নভেম্বর ২০১৪
রাত: ৯ টা ৪০ মি
ময়মনসিংহ

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

নতুন পাতা

bangla-kobita.com/tahsin97/notun-pata

- তাহসিন আবির

আজ আবার নতুন করে
ভালবাসার স্বাদ পেলাম;
ফের যেন মোর শূন্য বাগে,
নব কুসুমের ঘ্রান পেলাম।
কাননের মৃত্তিকায় দেখলাম
আবার নতুন কচি ঘাস,
আজ বহু যুগ পর
মিটলো আমার মনের সেই আশ।

ধূলো পরে গেছিলো এ মনের কাননে,
মরে গেছিলো তাজা ফুল গুলো,
হয়ে গেছিলো নিশ্ব,
ঝড়ে গেছিলো ফুল পাতা সবই,
ছিল নির্জন নিস্তব্ধ তৃষ্ণার্ত মরুভূমি।
আজ সেই মরুর বুকে
ফিরে এল বাগানের যৌবন
যা ছিল এত দিন ভিষন কর্কষ নির্মম।
আজ দেখি সেই গাছে
আবার নতুন পাতা গজালো,
ফুটতে শুরু করলো ফুল,
তিক্ত এ মোন কে মোর মজালো

আজ আবার মনে বাজলো আমার;
নতুন গানের সুর,
এত দিন ছিলাম কোথায়; ছিলাম বহু দূর।
এতদিন কাঁদতো মন নিশ্চুপ নিরালায়
সুর গুলো সব বেষুরে ছিল মোনের বেহালায়,
আজ আবার ফিরেছে সুর,
হয়েছে মনের মতন।
যানি না কেন চলে যায় সব

যতই করি আপন।
এত প্রেম এত ভালবাসা
সবি যে হারায়, নিভে যায় আলো আশা,
মন খুজে পেল আজ এক অমূল্য রতন।

সে রতন নয় আর কেও
সে তো শুধু তুমি,
আমার উষর মরু কে বানালে উর্বর প্রান ভূমি।
আমি ছিলাম অবুঝ ওগো দুনিয়া করেছে ছল
আমায় দিয়েছে আঘাত
পেয়েছি বিশ্বস্ততার ফল,
এত দিন পর এলে তুমি ওগো,
আমি ছিনু কালো আধারে তে ডুবে
তুমি দেখালে আলো।
সোহাগ দিয়েছো, আদর দিয়েছো,
পাশে থেকে অবিরল,
আমি ছিলাম তৃষিত মরু; এসে তুমি দিলে জল।

এত বড় মানি হৃদয়ে তোমায়
হয়নি তোমার যানা,
কিভাবে জানাই তোমায় আমার হৃদয়ের প্রার্থনা,
যত যায় বয়ে সময়ের তরী, যত যায় চলে দিন
তত তুমি মোরে বাসিয়াছ ভাল
কিভাবে শুধিবো এ ঋন।

কত কিছু তুমি দিয়েছো মোরে কত প্রেম, কত গান
করেছো তুমি কত যে সাধন বাড়িয়েছো সম্মান,
আমায় তুমি সবই দিয়েছো
রাখো নি'কো কোন অভাব,
কি দিয়েছি আমি যে তোমায়,
এ প্রশ্নের নেই কোনো জবাব।
আমি তো তোমায় দিতে পারি নি
চেয়েছিলে যা তুমি,
শুধু, হৃদয়ে তোমায় রানী করেছি

দিয়েছি কপাল চুমি।
তবু এ নিরব কথা টি কভু হয়নি বলা তোমায়,
আমার প্রেমের তীর গুলো তাই অন্ধকারে হারায়।

আমি ছিলাম এক নির্জন গাছ,
বৃষ্টি বিহীন ছিল রুক্ষ সাজ,
তুমি এসে মোরে দিয়েছিলে জল, বাচিয়েছিলে প্রান।
তাই বহু যুগ পর এ গাছে ধরলো ফুল ফল,
গাইলো গান, পাখিরা আবার উরে উরে এসে বসলো
সেই আগের মত, বানালো বাসস্থান।
হে বিনয়ী, হে প্রান সঞ্চারিনী,
চির কতজ্ঞ থাকবো, রব সারা জনম ঋনী,
তোমারে নিয়েই থাকবো ভাল
তুমি আমার নতুন আলো;
তুমি আমার পরম শান্তির নীড়
তোমার কোলেই রবো আমি চির ধীর স্থীর;
তোমার তরেই ঘুমবো রেখে চিরদিন বুকে মাথা,
তুমি প্রিয়তম জিবনে এলে, হয়ে নতুন পাতা।

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
সন্ধ্যা ৬ টা, ঢাকা

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

নিজেই নিজের

bangla-kobita.com/tahsin97/nijei-nijer

- তাহসিন আবির
এ কেমন একা একা,
অচেনা সব, মিথ্যে দেখা।
বিষন্নতার গর্ভে ডুবে
নিজের দিকে চেয়ে থাকা।
দিন গুলি মোর কালো হয়ে
নাইবা কাছে আসতো,
জিবনটা এমন না হলেও পারতো।

একটু হাসি, অনেক কাঁদন
ব্যাথা নিয়ে জিবন যাপন
নিজের সাথে নিজ আলাপন।
বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই আর-তো,
জিবন টা এমন না হলেও পারতো

ছিলেম কত হাসি খুশি
পেতাম আমি একটু বেশি
আরেকটু না হয় দিলে আমায়,
কি বা যায় আসতো।
জিবন টা এমন না হলেও পারতো।

চাইনি তো অনেক বেশি
তোমরা না তো, শুধু তুমি।
সেই তুমি টা থাকলে আমার,
আর কাও কে না লাগতো
জিবন টা এমন না হলেও পারতো।

অসাধারন নই তো আমি
সহজ করে আকাশ দেখি।
সেই আকাশের মত যদি

জিবন টা মোর ভাসতো
সাধারনের ভিরে থেকে
রামধনুর ঐ সাতটি রঙে
পাখির গায়ে আবির মেখে
হয়ত সুখ আসতো।

বদলে যাওয়ার যুগ এসেছে
কাছের সবাই হচ্ছে বদল
কাক হয়ে আজ রঙ ধরেছে
কোকিলের বাসা করছে দখল।
উদ্ভট যারা পেখম মেলে
যত পারে করছে নকল।
এই নকলের যুগে আমি,
পারছি না আর সইতে ধকল।

হচ্ছে সবি এলোমেলো
সুখের দিন সব উরে গেলো
ছাই হয়ে আজ রইল পরে
ভাঙা আয়নার কাঁচ তো,
জিবন টা এমন না হলেও পারতো।

১৯ মে ২০১৮
বিকেল ৬ টা ২৩

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

পরিচয় নেই

bangla-kobita.com/tahsin97/porichoy-nei

- তাহসিন আবির

এই পৃথিবী আমার নয়
তাই চাই না দিতে পরিচয়,
নিজেকে গোপন করে
সকলের অকাতরে হতে চাই একাকার।

চাইনা কেহ চিনুক আমায়
না জানুক মোর ঠিকানা,
আমি এ মাটির নই
নেই কোনো মোর দোটানা।

নিয়ম কানুন যত সমাজের
নিঠুর বিধান, জীবন ক্ষয়
নই আমি এ মাটির ছেলে
জিবন টা কে করবো জয়।

মানবো না'কো কারো নিয়ম,
এটাই আমার পরিচয়;
আমি হতে চাই সারা বিশ্বের,
সকল বিধির চির বিস্ময়।

আমি মানবো না কোনো বাধা
খুঁজতে আমার রাঁধা;
বাজাবো বেনুকা মধুরার সুরে
যবে উঠিবে চন্দ্র আঁধা।

আমি পেতে চাই না ভয়
দেখে কারো ভয়ার্ত দৃষ্টি,
ভয়ের মাঝেই পরম যতনে,

করিবো আমি প্রেমের সৃষ্টি

আমি প্রেমিক, ছাত্র নই
ছাত্র হবার আগে সবাই,
এসো মোরা প্রেমিক হই।

২০ ডিসেম্বর, ২০১৫
রাত্রি ৯ টা ১০ মি.
ময়মনসিংহ

বিষয়শ্রেণী: বিদ্রোহী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

পাশে থাকবো

bangla-kobita.com/tahsin97/pashe-thakbo

- তাহসিন আবির

কেও যদি না বোঝে তোমায়,
আমি তোমায় বুঝবো;
কেও যদি না খুঁজে তোমায়,
আমি তোমায় খুঁজবো।
কেও যদি না শোনে কথা,
তাই যদি হৃদয়ে জাগে ব্যাথা,
তোমায় শান্তি দিয়ে - তোমার ব্যাথায় আমি
জলে উঠবো আগ্নির মত।

জগৎ কত নিঠুর তুমি বোঝো না
কেও বোঝে না তোমায়, তুমি জানো না
কারো কথায় যদি পরান কেঁদে ওঠে
কেও যদি কাছে না ডাকে,
আমি তোমায় কাছে ডাকবো।

পথ চলতে যদি বাধা এসে যায়,
কাহারো সহায়; পেতে যদি মন চায় ,
চেয়ে দেখো, আমারেই তুমি পাশে পাবে
আধার ক্ষনে, আলো হাতে দেখা যাবে,
আধারে যদি ডাকো।

কষ্ট যদি, মনে মেঘ হয়ে আসে,
মনের অভিমান, যদি আঁখির জলে ভাসে
রবি হয়ে আলো দিয়ে যাবো।
মরনের পরেও তোমায় দেখে যাবো।
তোমায় কত ভালবাসি তুমি যানো না।
কত ভাবে চেয়েছি তোমায়,
তুমি বোঝো না।
বলে দিলাম আজ মনের কথা

আরেক টি কথা বলি,

মরনের পরেও আমি তোমায়
এভাবেই চেয়ে যাবো।

১৭ মার্চ, ২০১৫
দুপুর ১২ টা ৫৬ মি
ময়মনসিংহ

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

পৃথ্বীর জানালা

bangla-kobita.com/tahsin97/pritthyr-janala/

- তাহসিন আবির

এ কেমন বিষাদ এলো জীবনের দ্বারে
ধীরে ধীরে সদা,ক্ষইতে দেখছি আপনারে।
জলছে হিয়া বিভীষিকা সম
হারিয়ে গিয়াছে প্রশান্তি মম
রয়েছি একলা একাকী
খাঁচার পাখির মত, পৃথিবীর দীঘি পাড়ে।

নিঠুর দুনিয়া বাধা দিয়ে রাখে
মেলতে পারি না ডানা,
উড়তে পারি না শখের আকাশে।
কত পাখি উড়ে,
কত পাখি ঝরে পরে ঝাকে ঝাকে
মানবের গুলির আঘাতে।
কেবলি মরনের ঘ্রান ভেসে যায় বাতাসে।

পৃথিবী থেকে আজ মুক্তি চাই
চাই আমি আরেক টা জনম।
যত শীঘ্রই যেতে চাই দুনিয়া থেকে
তারও পূর্বে হয় যেন মরন।

পৃথ্বীর জানালা তে
উঁকি দিয়ে দেখি,
ডাকছে শান্তির ঠিকানা।
এ জিবনে আমার
নেই তেমন কিছু
ভবিষ্যত আধার অজানা।

চারিদিকে চাই দিগন্তের,
সবকিছুর সীমা মিলে যায়।
    পাইনা কোনো ফাঁক কোনো দিকে
    কিভাবে এখান হতে পালাবো হায়।
পৃথ্বীর জানালা খুঁজে না পাই কোনো দিকে।

সে জানালা আমি খুঁজে নাহি পাই
যত দূর দৌড়ে যেখানেতেই যাই
ব্যার্থতা নিয়ে ফিরে আসি হায়,
মরন ছারা মুক্তির উপায় যে নাই।

ভাগ্য যে দিল এক অতৃপ্তের ঝড়
ঢুকছে কবরে হায়; বিষন্নতার ঘড়।
মনেতে ঢুকেছে কু চিন্তার বিষ
যতই ভাবি, খায় না ভাবনার মিল মিশ;
মিশে যাই আমি দুশ্চিন্তার মাঝে
বলিতে পারি না কিছু
সে কোন লাজে !

তোমারে লয়ে যে জেগেছে লালসা,
মেটাতে না পেরে আমি দিশেহারা।
অন্যের ভোগে যাবে,
মোর আঁখি সমুখে;
যানি না মরিবো কত
দূর্দশার দুঃখে।
দিবা নিশি শুধু যেন
এই মোর ভাবনা।
যতই ভাবি করছে সদা
মস্তক জুরে যন্ত্রনা

১২ জানুয়ারী, ২০১৬
ময়মনসিংহ

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

মনের কথা

bangla-kobita.com/tahsin97/moner-kotha

- তাহসিন আবির
খুলবে যবে জানালা মোনের
বলবে তুমি মনের কথা,
বুঝতে পারবে সেদিন, তোমার জন্য
কত প্রেম, কত সুর,
বেধে ছিলো কত ব্যাথা,

রেখেছিলে অন্ধকারে
জানাও নি কিছু মোরে,
জানো না তো
তোমার জন্যে আমার মোনে
হয়ছে কত মালা গাথা।

২৭ নভেম্বর, ২০১৭
রাত ১০:৪৮ মি.

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

মরীচিকা

bangla-kobita.com/tahsin97/morichika

- তাহসিন আবির

কেন যে মরীচিকার পেছনে ছুটে,
জানা নেই।
কিছুই পায়না, পাবেও না,
তারপেরেও ছুটে চলে।

ছোট এ জীবনে, চাওয়া ছিল সীমিত,
চায়নি তো বেশি কিছু।
সেই চাওয়া গুলো আজো চাওয়াই রয়ে গেছে।
মোনের পিপাসা মেটে নি।

জীবন তরী বয়ে চলে নিজের নিয়মে।
দুপুরের কাঠ ফাটা রোদের মত,
বুক ফাটে তৃষ্ণায়,
জল মেলে না কোন খানে।
পিপাসিত পথিকের মত,
জানে না দিন, জানে না ক্ষন।
মিথ্যে এক সাগরের খোঁজে
ছুটে চলছে জীবন।

জানা আছে এ জল তৃষ্ণা মেটবার নয়।
হবেই একদিন পরাজয়।
তবু কোমল অবুঝ এ হৃদয়
ভাবনার বিরোধীতা করে চলেছে।
তাই তো সময়ে অসময়ে মরছে,
দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে।
বুঝেও বুঝতে চাইছে না।
মুখথুবরে পরছে।
একদিন নিস্তব্ধ হয়ে পরে রইবে গো ভাগারে।
সাগরের জল আর পান হবে না জনমে।

এসব কথা বুঝছে না,
জীবনের বাণী শুনছে না।
মরীচিকা ডাকছে ইশারায়।
তার মন নাচছে সেই তালে।
জানে সে কিছু পাবেনা।

তারপরেও ছুটে চলছে সময় ক্ষন ভুলে।
বিশ্বাস তার,
একদিন সে তৃষ্ণার্ত পথিক খুজে পাবে,
তার কাঙ্খিত সমুদ্র,
সেদিন সে তৃপ্তি মিটিয়ে পান করবে
তৃষ্ণার জল।
এ জনমে না হলেও, কোন এক জনমে।

২৯ জুন, ২০১৬
দুপুর ৩.০২ মি

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

রাত চাই না

bangla-kobita.com/tahsin97/rat-chai-na

- তাহসিন আবির

আজ আমি রাত চাই না
আছি ভোরের অপেক্ষায়।
নতুন দিনের অজানা সব
এলোমেলো দিনের প্রতীক্ষায়।
রাতের সাথে আছে দুঃখের অত:প্রত সম্পর্ক।
রাত আসে : দুঃখ আসে
কি সুন্দর এক দাম্পত্য।

রাত আমার দরকার নেই,
এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।
রাতের সেই সুখ গুলো
আজ যেন হারিয়ে গেছে।
সেই আরামের ঘুম গুলো মোর
স্বপন হয়ে উরে গেছে
কাওকে নিয়ে কল্প করা
রূপকথার পাতায় মরে গেছে।

সেদিনো রাত ছিল
আজো রাত আছে।
সেদিন রাতে বৃষ্টি ছিল - আজো আছে,
তবে সেটা অগ্নি বৃষ্টি।
সেই রাতে প্রেম ছিল
এই রাতে যন্ত্রনা, সেই রাতে সুখ ছিল
এই রাতে শান্তনা

সেই রাত, এই রাত।
মেলাতে মেলাতে কাটলো শত রাত।
উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আসলো শত প্রভাত।
রাত গুলো এভাবে বৃথাই চলে গেলো

নিত্য রাতে দুঃখের বিলাপ।
তাই রাতের আর প্রয়োজন নেই।
চাই প্রভাত।

রাতে দু:খরা জেগে ওঠে
শক্তিশালী হয়ে আসে স্মৃতি
কারো কারো বালিশ ভিজে ওঠে
মনে দোলে যন্ত্রনার করুন গীতি।
তাই রাত নয় ভাল
কালোর চেয়ো কালো
মলিন যন্ত্রনা দায়ক
অসহনীয় অস্থীর ভীতি।

রাত গুলোই তো সাক্ষি হয়ে আছে,
কিভাবে কারা এসেছিল কাছে
হঠাৎ ক্ষনিকের বারিয়ে মায়া
চলে গেল কত জন জিবনের পাছে
কিভাবে দাগ কেটে দিয়েছে
মনের অজান্তে
কাটতে চায় না রাত
সে বড় বিতৃষ্ণাময় জালা
স্মৃতি রা পরায় একে একে যন্ত্রনার মালা
তাই রাত প্রয়োজন নেই আসুক প্রভাত
কালো কে মুছে আলো কে জানাই সাধুবাদ।

২৩ জুলাই, ২০১৮
রাত ৩ টা ৪৭ মি

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

শারদীয় মা

bangla-kobita.com/tahsin97/sharodio-ma/

- তাহসিন আবির

শারদীয় মা স্বাগতম তোমায়,
স্বাগতম গভীর সম্ভাষনে।
হৃদয় তটিনী, প্রানের চঞ্চলতা, রক্তের শিহরন
জানিয়ে দিয়েছে মোনে
তোমার আগমনী বার্তা।
অভিমান ভুলে মোদের,
আবার আসিবে ধরায়
স্বাগতম মা; স্বাগতম তোমায়।

অন্‌জলী দেবো মা গো তোমা পদ তলে
রেখো মা সারা জনম, তোমা ছায়া তলে
তুমি আসবে বলে মা গো
হরষে কাশ ফুল শুভ্রতায় দোলে
তুমি আসবে বলে মা; মোর প্রেয়সী,
সীথি তার সিঁদুরে পূর্ন করে তোলে

ঢাকের কাঠি, ধূপের ধোয়া
আঁখি মোর ধোয়াসাতে; সেই সাথে ধূপের গন্ধ
মনের ব্যাথা মাথায় আনে।
তোমায় দেখলে মা গো যেনো
আবেগে মন ভোরে ওঠে
সকল ব্যাথা যায় চলে মা
দেখলে হাসি তোমার ঠোঁটে
কি অপরূপ মা তুমি গো
মুগ্ধ তোমার শত রূপে
তুমি সকল নারীর আদর্শ
সবার মনের অনুভূতি তে

আমরা তোমার অবাধ্য সন্তান
এলে তবু ফিরে মোদের কাছে
ক্ষমা করে দিও মা গো
দোষ যত মোদের আছে
বিশ্ব ভুলক হার মানে মা
এত দয়া তোমার প্রানে
গেলে কাছে তোমার মা গো
চায় না মোন যেতে দিতে,
ভাবলে মরে কান্নায় বুক
চলে যাবে দশমিতে।

একটি বার'ই বছরেতে
আসো তুমি মোদের কাছে
মন খুলে সব চাই আমরা
মনে যত ইচ্ছে আছে।
চাইতে বড় ইচ্ছে করে,
একটা বার এই আঁচল পেতে
চাইতে কভু পারি না মা
"যদি তুমি থেকে যেতে"
সেই চাওয়া টা চাইতে গো মা
সাহস মোদের হয় না প্রানে।
তুমি লক্ষী, সর্ব জয়ী,
পূর্ন প্রানের জোয়ার আনে।

আসবে তো মা পরের বছর
সারা বছর ভালই কাটে
দাও ধুয়ে সব পাপের ছায়া
সম্মার্জনার অগ্নি স্নানে।
মা গো তোমার আগমনে,
হৃদয় নাচে ধনুচী তে
ধরীত্রি রূপের পর্দা খোলে
তিমির অভ্রে আঁখি মেলে

প্রতি বছর এমন করেই উল্লাস
তোমার আগমনে, রেখো মা মোদের তুমি

আশীর্বাদে পূর্ন করে,
হয় গো যখন যাবার সময়,
    দশমির ওই চন্দ্র দোলে
চোখের জলে দেই গো বিদায়।
      বলি সবে; আসছে বছর আবার হবে।

বিষয়শ্রেণী: ধর্মীয় কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

শেষ মালা

bangla-kobita.com/tahsin97/shesh-mala/

- তাহসিন আবির

ভালোবেসেছি তোমায়, তাই ব্যাথা দিলে প্রিয়
ভালোবেসে দেয়া এ শেষ মালা নিও।
চাইবো না অর্ঘ্য কিছু,
তোমার মনের আঙিনায় সে মালা
ফেলে রেখে দিও।

বুঝিনি আগে প্রিয়,
আমি যে কত দূর্ভাগা,
তবুও চেয়েছি তোমা
দোষ তো আমার ওগো,
চাই যে তোমারে সদা;
তোমারে পাওয়ার যোগ্য নই তবুও
ভালোবেসে দেয়া এ শেষ মালা নিও।

তুমি তো জানো না প্রিয়,
তোমারে পাওয়ার লাগি কি মোর পিয়াসা
ক্ষনে ক্ষনে জাগে বুকে বিরহ আশা।
তোমায় ভেবে ভেবে,
দিবা নিশি জিবনে কত করি ভুল
সে ভুল ব্যাথা ভরে ফুটিয়েছে ফুল।
সেই ফুল দিবা নিশি কত স্মরনীয়
ভালোবেসে দেয়া এ শেষ মালা নিও।

মাটির প্রদীপ আলো জ্বেলে খোঁজে চাঁদ
চাঁদের আলো তে সে হয় বরবাদ।
ভালবেসেছিলাম আমি দেখে তোমার আঁখি
সারা গায়ে তোমার'ই রূপ দিয়ে মাখি।

তোমার সে হাসি মাখা মুখ যে
মোর পূজনীয়,
ভালোবেসে দেয়া এ শেষ মালা নিও।

কত যে করেছি আমি তোমার লাগি
কত যে সহেছি ব্যাথা হে পরান পাখি
বিনিময়ে মোরে দিলে কত ব্যাথার সুর
কত মনোরম করে দিলে বিরহ প্রচুর।
তবু পিয়েছি তোমার রূপ আমি মোহনীয়
ভালোবেসে দেয়া এ শেষ মালা নিও।

বুঝি নি কখনো তাই দেবে যে ব্যাথা
দেখেছি নব সাথী বানিয়েছো সেথা,
এত বড় আঘাত শেষে দিলে প্রিয়তম
বজ্র, বারুদের আঘাত সম।
আসবো না কভু তোমার ভুবনে কোনো দিনও,
আমার প্রেমের রাখি খুলে রেখে দিও
ভালোবেসে দেয়া এ শেষ মালা নিও।

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

শেষের ফুল

bangla-kobita.com/tahsin97/shesher-ful

- তাহসিন আবির

ক্ষনকালের পূজারী,
তুমি শেষ পূজার ফুল।
ছিল প্রসাদ তবো শেষ দৃষ্টি,
ঘটলো মনের ভুল।

অতৃপ্ত তৃষ্ণার্ত শেষ বাসনার ছন্দ,
আজো দুলে যায় হিয়ার কোণে।
ধ্বনী তার নিজ হৃদয় ইশ্বর শোনে।
শেষ বারের মত তারে দেয়া হল না,
সেই শেষ পূজার ফুল।

এক সাগর কৌতুহলি বাসনা,
সে মায়াবী চোখে হারিয়ে,
সকল বাধা ছারিয়ে
আকাশের গধূলীর সাথে মিশিয়ে দিতে চেয়ে ছিলাম।

বেজে গেল পূজার ঘন্টা,
ফিরতে হবে দেবীর কাছে।
সিদুঁর উঠে গেল,
সন্নিকটে বিদায় বেলা।

এক সাগর অতৃপ্ত বাসনা
রেখে বিসর্জনে নিজ হাতে,
দিয়ে ছিলেম, শেষ গানের সুর ।
রক্তাক্ত হাতে নিতে অক্ষম,
তাই অতৃপ্ত বাসনা রেখে ভেসে গেল।
আর দেয়া হল না শেষ পূজার ফুল।

বিষয়শ্রেণী: রূপক কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

সবটা জুড়ে

bangla-kobita.com/tahsin97/shobta-jure/

- তাহসিন আবির
তোমারে দিয়েই সাজিয়েছি প্রিয়
জীবনের আয়জন,
কিভাবে বোঝাবো জীবনে তোমায়
কত খানি প্রয়োজন।

প্রিয় রামধনুর সাত রঙ হয়ে,
দুলছো আমার মোনের আকাশে।
বকুল ফুলের সুবাস হয়ে,
ভাসিছো আমার হৃদয় বাতাসে।

তোমায় ঘিরেই হয়েছে আমার
ভালবাসা প্রসারন,
কিভাবে বোঝাবো,
জিবনে তোমায় কত খানি প্রয়োজন।

আমার দুঃখের প্রদীপ তুমি
আধার ঘরে জলো।
আমার মনের বেদনাতে
তবো আঁখি ছল ছলো।

আমার সুখের কাহিনী ঘিরে,
তুমি থাকো হাসির তীরে,
তোমায় নিয়েই হৃদয়ে এত সুখের আলোরন।
কিভাবে বোঝাবো,
জীবনে তোমায় কত খানি প্রয়োজন।

সেদিনের সেই নিরব বালিকা,
ছিল নিশ্চুপ একা,
আজ সে আমার হয়েছে প্রিয়া
ভেঙেছে স্থবিরতা।

জগৎের থেকে চুরি করে তোমা,
করেছি আমার রানি।
চুমে দিয়ে ঠোঁটে রাঙিয়েছি তার
মলিন বদন খানি।
মনে মনে তারে বানিয়েছি বধু,
রক্ত সিঁদুর রং,
কিভাবে বোঝাবো,
জীবনে তোমায় কত খানি প্রয়োজন।

২১ জুলাই, ২০১৬
বেলা ১১ টা ১৮ মি

বই

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

সাথী হারা

bangla-kobita.com/tahsin97/shathi-hara

- তাহসিন আবির

মিটিবে তোমার সকল সাধ,
আসিছে নতুন সাথি,
একই সুরে সুর মিলায়ে
কাটাবে মাধবি রাতি।
কিছুই তোমায় দিতে পারি নি,
চেয়েছিলে যা তুমি।
সে পরাজয়ের বেদনার ধ্বনি
কান পেতে আজও শুনি।

এভাবে কেন মিথ্যে করলে গানের সুর
কেন এভাবে চলে গেলে বহু দুর,
কেন এসে তবে দিয়েছিলে এত প্রেম,
আজো সে প্রেমের কান্নায় ভাঙে বুক।

আমায় আর ডেকো না প্রিয়,
ফুরিয়ে এসেছে দিন।
জানি কভু সুধিতে পাব না
তোমার দেয়া ঋণ।
তাই চলে যেতে চাই না পাওয়ার ব্যাথা নিয়ে।
অতৃপ্ত হিয়া চায় বারে বারে ফিরে।
যদি আর একবার বলতে
"ভালবাসি" ধীরে ধীরে।

মন পাখি আর ফিরবে না তার নীড়ে,
অচীন নৌকো ভিরবে না চেনা তীরে।
হারিয়ে ফেলব তোমায় লোকের ভিরে।

অতৃপ্ত মন, তৃষ্ণার্ত প্রান
না পেয়ে তোমা ছারবো ভুবন
এ মোর অভিমান
তোমারে আপন করিব
জীবনে এই ছিল অভিযান।
অবশেষে আমি মানিলাম হার,
প্রেম করিলাম দান।

ভুলে যেও মোরে।
যদি পুনঃ আসি ভুবনে
সেদিন মিলিব তোমার সনে,
বিধাতার কাছে এই শুধু আহবান।

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

স্বপ্ন

bangla-kobita.com/tahsin97/shopno

- তাহসিন আবির

স্বপ্ন দেখছি, আঁকছি হৃদয়ে ভালবাসা
এ ভালবাসায় মনে
কত জাগে আলো আশা।
ভাগ্যের সাথে ধরেছি বাজি
সবই আমি করতে রাজি, করতে স্বপ্ন পূরন
না পারলে হাতাশায় আত্মার হবে যে মরন।

যানি মনের উর্বশী একদিন জিবনে আসবে
সেদিন রাতে সুখের স্বপ্নে সুমধুর সুরে ভাসবে।
সে নিয়ে যাবে আমায়
সেই তারা দের দেশে
আমি ভুলে যাব অতীত, সেথায় এসে।
কতই না গল্প করবো মোরা
হেসে খেলে কেটে যাবে সময়,
হবে প্রেম, ভালবাসা, গল্প কবিতা
ঘটবে কত প্রনয়।
দেবো তারে ভালবাসে
রজনী গন্ধা ফুলের তোড়া।

জিবনে তো আর কিছু চাই নি আমি,
শুধু স্বপ্ন গুলো সত্যি হয়ে যাক।
কষ্টের অতীত যা আছে
আনন্দে ধুয়ে মুছে যাক।
সুখের সময় নেমে আসুক; জিবন আবার
সোনালী বিকেল গুলো ফিরে পাক।
আবার হাসি আনন্দে ভরে উঠুক জিবন
এ টুকুই আশা শুধু, এ টুকুই স্বপন।

ভুলে যাবো এ দুনিয়ার ব্যাথা কষ্ট
চোখে রবে রঙীন স্বপ্ন
রঙে রঙে রাঙিয়ে দেবে জিবন
আমার রঙে সেদিন
আমিও রাঙাবো গোটা ভুবন;
যদি হয় স্বপ্ন গুলো সত্যি পুরন।

১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫
রাত ১০ টা ২৫ মি
ময়মনসিংহ

বিষয়শ্রেণী: রূপক কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

স্বপ্ন এবং পরিবর্তন

bangla-kobita.com/tahsin97/shopno-abong-poriborton/

- তাহসিন আবির

একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম ঘুমের মাঝে,
তারপরেতেই পরিবর্তন।
তোমাকেই দেখেছিলাম, বড় সুন্দর মনরম;
সুন্দর তুমি পূর্বেও ছিলে,
কিন্তু আমার নজরে পরেনি।
আমি ছিলাম অন্ধকারের ভেতর,
দুঃখের ভেতর, যন্ত্রনার ভেতর,
তাই প্রিয়তম, তোমার রূপ উপলব্ধ করতে পারিনি।

আজ স্বপ্নে তোমার রূপ দেখলাম
নতুন ভাবে ফিরে পেলাম তোমাকে
যেমন টি আগে ছিলে।
মাঝ খানে বেরেছিল দূরত্ব।
আমি ছিলাম হতাশার ভেতর
বিষন্নতা করেছিল আছড়,
দেখে তোমায় স্বপ্নে,
নতুন ভাবে বুঝলাম তোমার গুরূত্ব।

তোমায় দেখে খুজে পেলাম নিজেকেও
আমার স্বপ্ন, আশা, ভালাবাসা
সব যে আবার নতুন ভাবে ফিরে পেলাম।
তোমায় ভালবাসব বলে
পূর্বের সকল হতাশা নিরাশা কাটিয়ে
আবার যেন ফিরে এলাম।

নিজের মন কে দিয়েছি কথা,
তোমায় আর ছারবো না।
যতই পাই ব্যথা, তোমায়দুরে যেতে দিব না
তোমার গায়ের গন্ধ নিতে লেপ্টে আমি থাকবো।

আমি তোমায় কখনো ভুলে যাই নি
তুমি আমায় চাও কি না ,
এ নিয়ে বেরেছিল সংশয়।
যেভাবে তোমায় পেতাম, সেভাবে তোমায় পাই নি।
তাই বেরে ছিল দুঃখ, জমেছিল অভিমান।

আজ স্বপ্নে তোমায় দেখলাম।
কত সুন্দর ছিল সেই স্বপ্ন;
যদি সত্যি হয়; তবে সব কিছু হবে পরিবর্তন।
যদি না হয়; তবে আবার আমি ডুবে যাবো
আগের মত। সেই আধারে, সেই বিষন্নতায়।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সকাল ১১ টা ২০ মি
শ্যাওড়া, ঢাকা

বিষয়শ্রেণী: প্রেমের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

হারানোর ব্যাথা

bangla-kobita.com/tahsin97/haranor-betha

- তাহসিন আবির

তোমায় হারাবো বলে
মোনে ব্যাথা জেলে রাখি।

তোমায় পাবোনা ভেবে, নির্ঘুম রাত জাগি।
সিথিঁতে হয়তো দেবোনা সিঁদুর তুলে,
শত জনমের কান্না ঘিরেছে,
অশ্রুসজল আখিঁ।
দিন রাত মোর যায় যে ব্যাথায় কেটে,
মোনের ব্যাথা কিরূপে ঢেকে রাখি।

কিভাবে লুকাবো যন্ত্রনা এ,
নিভবে জীবন বাতি।
কিভাবে কইবো কান্না চেপে হায়,
আমি যে ভালই আছি!

বিষয়শ্রেণী: বিরহের কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

হৃদয়ে বিদ্রোহী

bangla-kobita.com/tahsin97/hridoye-bidrohi/

আমি সহ্য সীমার উপরে ভাবিতে
প্রহার করেছি।
তব শক্তি আমি পেয়েছি আমার
হৃদয়ে বিদ্রোহী।
যদি পাই আঘাত, বদলে দেব প্রহার।
তবু মানিব না অপমান,
শুনিব না পরাজয়ের প্রবাদ।
তবু সরল থাকিয়া,
রক্ত খিচিয়া তুলিবো মোর রাগ।
আমি অতি সরল,
তবু অন্যায়ে প্রতিবাদী।
এ অন্যায় দূর করতে কলম ধরেছি,
আমি যে বিদ্রোহী।।

হৃদয়ে বৃষ্টি ঝরে

bangla-kobita.com/tahsin97/hridoye-brishty-jhore

- তাহসিন আবির

আজ কেও এসে বলে না আর,
বন্ধু কেমন আছো,
কেও এসে আর বলেনা বন্ধু
একটু কাছে আসো।
আজ তো কেও এসে
রাখে না কাধে হাত।
ধরে না আচমকা চোখ দুটো চেপে
পিছে থেকে।
আজ বিষন্নতায় এক কোনে দাড়িয়ে রইলেও
কেও বলে না এসে
বন্ধু কি হয়েছে।

কেও পাশে নেই এখন আর আগের মত
বন্ধু গুলো বদলে গেছে ছিল যত
সবাই সবার নিজের মত
সারিয়ে নিচ্ছে আপন ক্ষত।
কেও কারো রাখে না খোঁজ,
ওপরে যতটা প্রেম, ভেতর টা ফাঁপা তত।
মেকি আচরনে সয়লাভ,
জানি না কি দিয়ে মেটাবে এত পাপ।

এমন মুহুর্তে শত্রু হয়ে যায়
সুখের অতীত গুলো,
মেলে ধরে তারা সেই মুহুর্ত গুলো
রংধনুর মত।
সেই খোলা রঙিন অকাশে চেয়ে
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে চোখের জলে
বুক টা ভেঙে হয়ে যায় একাকার।
বৃষ্টি নামে চোখ দিয়ে ঝরনা হয়ে
আকাশ চেয়ে চেয়ে দেখে নির্বাক।

সেই সহজ সরল মুখ গুলো ভেসে ওঠে,
মেঘের গোল গোল আবরনে,
যা আজ জটিল থেকে
জটিল তর চেহেরা হয়ছে,
আকাশের পানে তাকালে তাই
চোখ ভিজে ওঠে আবেগে,
বৃষ্টি হচ্ছে, তবে আকাশে নয়, হৃদয়ে;
কান্না যেন আর থামতে চায় না।
বুকে যেন বাসা বেধেছে কান্না।
তারা ক্রমেই করে যাচ্ছে বংশ বিস্তার।
এর আর নেই কোনো অবসান।

সোনালী অতীত যতই এসে দাড়ায়
জিবন হয়ে আসে ততই কঠিন,
সে ব্যাথায় বর্তমানে ঘুরে দারানো
বড়ই জটিল।
ভেঙে যাওয়া মন নিয়ে না কিছু করা যায়,
না গড়া যায়, না নতুন করে শুরু করা যায়।

আজ কেও আর বলে না এসে
তোমায় ভালবাসি,
থাকব মোরা সুখে দুঃখে আজীবন পাশাপাশি।
আজ কেও আর আঙুল ছোয়ায়
মোছায় না চোখের জল,
যেদিকেই তাকাই শুধু দেখি ছল,
আজ তো এখানে সবাই সবার মত।
আকরে নিচ্ছে কারছে নিজ স্বার্থ যত

এত প্রেম এত ভালবাসা ছিল জিবনে
কোথায় হারিয়ে গেল সে দিন গুলো
আর ফিরে আসবে না, হাজার কাঁদলেও
সময় কত নিঠুর হয়, ভাগ্য তা দেখালো।

১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
সন্ধ্যা ৬ টা ৩৭ মি

বিষয়শ্রেণী: জীবনমুখী কবিতা

এই কবিতাটির পুরো স্বত্ব এর কবি কর্তৃক সংরক্ষিত। কবির অনুমতি ব্যতীত এবং কবির নাম ছাড়া অন্য কোথাও এই কবিতাটি প্রকাশ করা হলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

সমাপ্ত...